



মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান

(৬ষ্ঠ বর্ষ)

মুখবন্ধ



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবার ছয় বছরে পা দিল। বিগত পাঁচ বছরে এই স্মারক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা জনপরিসরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের এবারের স্মারক বক্তৃতাও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের বিষয় - স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বৈচ্ছাকর্ম এবং তার ভবিষ্যৎ। দেশ আজ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরে যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সেই অনুঘর্মে আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্য গভীর।

দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনে যেমন ছিল বহু স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বৈচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, তেমনি স্বাধীনতার পরে দেশকে উন্নয়নের দিশা দেখাতে ও নিঃস্বার্থভাবে দেশের মানুষের পাশে থেকে দেশ গড়ে তুলতে স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মানুষজন ছিলেন সামনের সারিতে। অবিভক্ত বাংলা হোক বা স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, স্বৈচ্ছাসেবার প্রসার ও অবদানে এখানকার মানুষের চিরকাল রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা।

বিপ্লব হালিম মনে প্রাণে ছিলেন একজন সমাজসেবী; আজীবন নিরলস ভাবে মানুষের কল্যাণে, মানুষের মাঝে তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন ইমসের ৫০ বছর পূর্ণ হলো। তিনি যে সমাজচিন্তা তথা মানবতার আদর্শ নিজের কাজে ও কথায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা আজও বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। বিপ্লব হালিমেরও ৭৬তম জন্মদিবসে, আমরা সেই সব কর্মবীরদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, যারা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির প্রত্যাশা না করে, কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবধর্মের দ্বারা চালিত হয়ে, দেশের ও দেশের সেবায় সারাজীবন নিয়োজিত থেকেছেন। এঁদের কর্মকান্ড ছিল বহুমুখী,

পস্থাও ছিল বিবিধ, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক - মানুষের কল্যাণ, মানুষের ক্ষমতায়ন, দেশ গঠন।

স্বাধীনতার ৭৬ বছরে আমাদের অর্জন অনেক, সে আর্থসামাজিক হোক বা বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত। কিন্তু তার পাশাপাশি দেশে এখনো রয়েছে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বঞ্চনা। এখনো আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে এমন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন পূরণ করতে, যে সমাজের মূলমন্ত্র হবে সাম্য, মৈত্রী, একতা ও প্রগতি।

সেই জয়যাত্রায় আজকের দিনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সদর্থক ভূমিকা, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার এখনই সময়।

এবারের বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন শ্রী অজিত কুমার পতি মহাশয়, যিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অতি সুপরিচিত স্বেচ্ছাকর্মী। এছাড়াও প্রতিবারের মতন, তিনজন সমাজসেবীর হাতে আমরা তুলে দেব বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান।

এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত মাননীয় অতিথিবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল সহকর্মীদের যাদের স্বেচ্ছাশ্রমে ও আন্তরিক ভালোবাসায় বিপ্লব হালিম ষষ্ঠ স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছে।

বিপ্লব হালিম মেমোরিয়াল কমিটি ও ইনস্টিটিউট ফর মোটিভেটিং সেন্স এমপ্লয়মেন্ট বা ইমসের পক্ষ থেকে আমি বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী-হালিম

(উজ্জয়িনী হালিম)

নিবাহী পরিচালক, ইমসে

ইমসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

শ্রীমতি লিলি হালিম

(চেয়ারপার্সন, ইমসে)



এই বছরটি ইমসে সংগঠনের জন্য এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যন্ত মানুষের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে যে ইমসে এতদিন নিরলস কাজ করে এসেছে তা পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করল। ইমসের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজসেবামূলক কাজের কথা আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথমে মনে আসে ইমসের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব হালিমের কথা। ছোটবেলা থেকেই বামপন্থী আদর্শে আদর্শায়িত বিপ্লব হালিম সার্বিক ভাবে গ্রামোন্নয়ন

এবং প্রত্যন্ত গরীব মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার দাবিতে গড়ে তোলেন ইমসে। শুরু থেকেই ইমসের মূল আদর্শ ছিল সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই আদর্শেই অগ্রসর হয়েছে ইমসে। প্রথমে কলকাতা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে বীরভূমের লাভপুর, বল্লাভপুর, বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ, মালধা কৃষ্ণকুঞ্জ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডে তার কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সমাজসেবী মানুষের যোগদানে সমৃদ্ধ হয় ইমসে। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে কর্মকাণ্ড। ইমসের পঞ্চাশ বছরে আমি সর্বতোভাবে স্মরণ করছি এর জন্মদাতা বিপ্লবকে। তার সাথে স্মরণ করছি সংগঠনের সাথে জড়িত কর্মীদের, যারা প্রয়াত হয়েছেন কালের নিয়মে। আশা করছি ভবিষ্যতে ইমসে আরও সফল হবে। বিপ্লব হালিমের আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত না হয়ে ইমসের সকল কর্মীদের মিলিত প্রয়াসে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করুক ইমসে। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

আতাউর সেলিম হোসেন



আতাউর সেলিম হোসেন মহাশয়, বর্তমানে DISHA (দিনহাটা ইনিসিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট) নামক সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শে আসেন। UNDP, Action Aid, CASA, PRIA ইত্যাদি সংগঠনের সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, স্থানীয় প্রশাসন এবং সীমান্তে BSF-এর সহায়তায় আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের মাধ্যমে তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন। এর পর একে একে HIV, AIDS, Sustainable, Agriculture ইত্যাদি বিষয়-এর উপর কাজের প্রসার ঘটান। বয়স্কদের শিক্ষা বিষয়েও তিনি ব্রাজিলিয়ান এডুকেশনিস্ট পাওলো ফেরি নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে reflect পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়েন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলাদের জমি ও সম্পত্তির উপর অধিকার, শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সুরক্ষা, দিনহাটা ও সিতাই ব্লকের গ্রাম সংসদগুলিতে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করেন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে নানা ভোকেশনাল ট্রেনিং ও শিক্ষাদান কর্মসূচীর সূচনা করেন। মানুষের জীবন জীবিকা ও খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ২০০৮ থেকে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ জীবন জীবিকা সুরক্ষা মঞ্চ কর্মসূচীতে সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে কাঁটাতার সংলগ্ন ছিটমহল এলাকা নিয়ে সক্রিয় ভাবে গবেষণামূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে DISHA (দিনহাটা ইনিসিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট) সংগঠনটি তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু শিক্ষা, শিশুর অধিকার, মহিলাদের কারিগরি শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা

সাধারণ মানুষ কিতাবে পাবে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সচেতনতা। পেশাগত ভাবে একজন আইনজীবী হওয়ার দরুন বর্তমানে দৃষ্টি ও প্রান্তিক নাগরিকদের বিনামূল্যে আইনি পরিসেবা দিয়ে চলেছেন। তার এই কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় এগিয়ে গিয়েছেন, অবিচল থেকেছেন নিজ লক্ষ্যে এবং জয় করে নিয়েছেন আপামর মানুষের ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

আনোয়ারা বিবি



দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাতিদুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারা বিবি। এক দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ তিনি। তিনি মূলত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বললেই চলে। তার মধ্যেই সমাজের মহিলাদের সম্মান ও সুরক্ষার স্বার্থে তিনি কাজ করে চলেছেন। ২০০৭

সালে রেশন কেলেকারি নিয়ে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন যা সেইসময় নামখানা ব্লকে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। একজন মহিলা সমাজকর্মী হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ২০১১ সালে সুন্দরবন জাগরণ মহিলা মহাসংঘ সদস্যপদ গ্রহণ করেন। নিজের জেলা ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন রাজ্য যেমন - ঝাড়খন্ড, দার্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি জায়গায় তিনি তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেছেন। ২০১৩ সালে তিনি সুন্দরবন জাগরণ মহাসংঘের সম্পাদক হন। বর্তমানে সুন্দরবন এলাকা সহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকাতে তিনি বধু নির্যাতনের কাউন্সেলিং করছেন। তাতে বহু মহিলা সচেতন হচ্ছেন এবং সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন যাপন করছেন। এর সাথে বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। সমাজে নারী সুরক্ষা এবং শিক্ষা-সচেতনতার প্রসার ঘটানো তথা সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি কাজ করে চলেছেন।

পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মহিলাদের আনোয়ারা বিবির এই নিঃস্বার্থ সমাজসেবা সকলকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠাকে আমরা সম্মান জানাই।

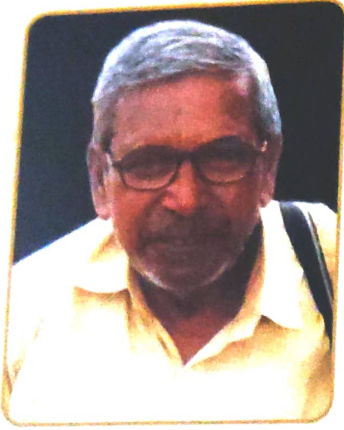
শ্রী সমীরণ মল্লিক



শ্রী সমীরণ মল্লিক, মাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি সমাজসেবার কাজে যুক্ত আছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ., বি.এড পাশ করে তিনি মাদার টেরেজার সান্নিধ্যে আসেন। মাদারের অনুপ্রেরণায় মাস ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি তৈরী করেন। মাদার টেরেজা স্বয়ং এসে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে ইউনিসেফ ও মেনোহাইট সেন্ট্রাল কমিটির সাহায্যে পথশিশু ও অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের উন্নতির জন্য বহু প্রকল্পের কাজ করেন। সমাজসেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও দলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিরলস সেবা করে চলেছেন। বর্তমানে সুন্দরবনে গোসাবা অঞ্চলে বালিটু দ্বীপে দুঃস্থ শিশুদের জন্য দুটি স্কুল খোলা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিধবাদের বিশেষ করে যাদের স্বামীরা বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন তাদের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ধামুয়া অঞ্চলে কমিউনিটি সেন্টার গড়েছেন। মানুষের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার দ্বারা সমীরণ মল্লিক সমাজে দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর নিরলস কর্মসাধনা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

শ্রী নিখিল রঞ্জন মাইতি



শ্রী নিখিল রঞ্জন মাইতি ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কালিকাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইমসের কর্মীরূপে যোগদান করেন। তারপর থেকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর তিনি ইমসের কর্মীরূপে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সততা এবং পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং

সাংগঠনিক প্রতিকূলতাকে জয় করতে সফল হয়েছিলেন। প্রত্যন্ত মানুষের সাথে নিবিড় আত্মিক যোগাযোগ রাখা এবং সবরকম অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া এমন একজন সমাজসেবী আজকের দিনে বিরল। ২০২৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। তাঁর মৃত্যুতে আমরা ইমসে পরিবার গভীর ভাবে শোকাহত।

তাঁর বিগত জীবনের নিরলস সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি সম্মান জানিয়ে আজ মরণোত্তর সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে।
